দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

দৃশ্যপট ঃ যশোর

৫শ' প্রাথমিক শিক্ষক সরকার নির্ধারিত ভাতা পাচ্ছেন না

।। রুকুনউদ্দৌলাহ ।।

যশোর, ২২শে অক্টোবর।-- যশোর এলাকার ৫শ' প্রাথমিক শিক্ষক দীর্ঘকাল ধরে বেগার খাটছেন। এসব শিক্ষক যশোরের সোয়াশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসব শিক্ষকদেরকে সরকারীভাবে নির্ধারিত ভাতা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যশোর সদর উপজেলায় ১৪টিতে ৫৯জন, ঝিকরগাছায় ৯টিতে ৪২ জন, মনিরামপুরে ২৬টিতে ১শ' ৪ জন, কেশবপুরে ২০টিতে ৮৫ জন, অভয়নগরে ১৯টিতে ৭৬ জন, চৌগাছায় ১৪টিতে ৫৬ জন, সারসায় ৬টিতে ২৬ জন এবং কালীগঞ্জে ৯টিতে ৩৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এসব বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা, প্রায় ৩০ হাজার। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২শ' ৪০ জন করে ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

বিদ্যালয়গুলোর 'রেজিষ্ট্রেশন' দিয়েছেন সরকার। অথচ সরকারীকরণ করছেন না। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে এমনও আছে যা ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন মনিরামপুর উপজেলার বাগডোব-নওয়াপাড়া বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে স্থাপিত হয়।

যশোর সদর উপজেলার কিসমতডাঙ্গা বয়রা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৯ বছর আগে। এসব পুরানো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেগার খাটতে খাটতে অনেক শিক্ষক মৃত্যুবরণও করেছেন। 'সরকারীকরণ' হবে এ আশায় এখনো যারা বিনা পয়সায় কাজ করছেন তাদের চাকিরর বয়সও ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। অন্য কোথাও চাকরির সুযোগ আর নেই।

রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকদের আড়াইশ' টাকা এবং সহকারী শিক্ষকদের ২শ' টাকা হারে ভাতা প্রদানের ব্যাপারে '৮৬ সালে একটি সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ বছর মে, জুন ও জুলাই মাসে যথারীতি এ ভাতা দেয়াও হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এর পর থেকে আর কোন ভাতা দেয়া হয়নি।

'ভাতা সংক্রান্ত' বিষয়ে জাতীয় সংসদের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, বেসরকারী স্কুল রেজিষ্ট্রেশন বিল বিষয়ে আলোচনাকালে বলেছিলেন, নির্ধারিত হারে বেসরকারী শিক্ষকদের ভাতা দেয়া হবে। কিন্তু ঐ সময় থেকে সাড়ে ৭ মাস অতিবাহিত হলেও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভাতা পাননি।